যায়যায়দিন

তারিখ ১৫ JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ৭ ...

শিক্ষানীতি ২০০৯: প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও এর যথার্থতা

মো. বখতিয়ার রানা

দার্শনিক অ্যারিস্টটল খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ বছর আগে প্রথম সর্বজনীন শিক্ষার দর্শনতত্ত্বকে প্রায়োগিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। তার মতে, শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষের সব ক্ষেত্রে- [Education, for Aristotle is, the harmonious development of all the activities of man- first, his spiritual activities, and subordinately to them, the material and physical ones; first knowledge, in which virtue consists and then gymnastic exercises] মেধা, মনন, যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ, ধারণা, চিন্তা, নৈতিকতা, আচরণ ও শরীরের সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন হবে। এর মধ্যে তিনি বিশেষ করে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা ও শারীরিক কসরতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

যাহোক, শিক্ষানীতি ২০০৯-এর আলোচনার শুরুতেই আমাদের কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। যেমন- শিক্ষানীতির ভিত্তি কী হওয়া প্রয়োজন এবং শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা কতোখানি।

শিক্ষানীতির ভিত্তি প্রসঙ্গে বলতে গেলে বিশেষ করে সক্রেটিস ও অ্যারিস্টটলিয়ান দর্শনটিই সর্বাগ্রে সামনে আসে। যেমন-

(১) ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সর্বজনীন নৈতিকতার উন্নয়ন

(২) যুক্তিবাদ

(৩) ধারণাগত চিন্তা ও সৃজনশীলতার উন্নয়ন।

সেদিক থেকে শিক্ষানীতি ২০০৯ একটি আদর্শ। কারণ, এতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা, সৃজনশীলতা, বিজ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানচর্চা, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু ও দেশপ্রেমিক করে গড়ে তোলার শিক্ষাকে ভিত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে।

১৯৭৫ সালে প্রথম কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে আজ অবধি সর্বমোট ছয়টি শিক্ষা কমিশন গঠন হয়েছে। এটিই হয়তো প্রথম শিক্ষানীতি, যাতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরের বিস্তারিত দিকনির্দেশনা ও কৌশল থাকবে এবং তা বিশদ আকারে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে। তা অবশ্যই একটি দর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে। সে বিবেচনায় এটাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি। এছাড়া শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সর্বস্তরের জনগণ ও বুদ্ধিজীবীর অংশগ্রহণ থাকা বাঞ্ছনীয়। যদিও এটি পুরোপুরি করা সম্ভব হয়নি। তথাপিও খসড়া শিক্ষানীতি-২০০৯ ওয়েবসাইটে দেয়ার ফলে এর প্রয়োজনীয়তা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণের সুযোগ বিস্তৃতি হয়েছে। সব ধরনের মানুষ যারা এ বিষয়ে মতামত রাখতে আগ্রহী, সবাই তাদের নিজ নিজ বিচার-বিশ্লেষণ পাঠাতে পারছেন।

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে অবিলম্বে কাজ শুরু করার কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি অবিলম্বে সরবরাহ করতে বলা হয়েছে।

(৮) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০-এ উন্নীত করা হয়েছে।

(৯) দ্বাদশ ক্লাস শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষার (Secondary Examination) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (পরীক্ষা পদ্ধতি সৃজনশীল করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)।

(১০) বিনামূল্যে বই বিতরণ ও বৃত্তি চালু থাকবে।

(১১) মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক, সমমানের ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষায় ইংরেজি, বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(১২) এসব কার্যক্রমকে মানসম্মত করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার শর্ত শিক্ষানীতিতে উল্লেখ আছে।

(১৩) চারটি ধর্ম শিক্ষার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাতে করে চরিত্র গঠনে ও মানবতার কল্যাণে নৈতিক শিক্ষাকে কাজে লাগানো যায়।

(১৪) তিন বছরের পরিবর্তে চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি চালু করে তাকে প্রান্তিক ডিগ্রি (Terminal) হিসেবে বিবেচনার কথা প্রস্তাব করা হয়েছে। এবং মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিকে বিশেষায়িত ডিগ্রি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(১৫) ১০০ মার্কের বা তিন Credit Point-এর ইংরেজি বিষয় সব ধরনের শিক্ষার (ডিগ্রি পর্যায়ে) জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(১৬) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে নিজস্ব অর্থায়নে চলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

(১৭) Electronic journal রাখার ব্যাপারে ও Internet/Intranet (Networking) ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উদ্বুদ্ধ

গুরুত্ব দেয়ার কারণে গবেষণাধর্মী শিক্ষা ও শিক্ষকদের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের মান ও সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে, ফলে উচ্চতর শিক্ষা গবেষণাবিবর্জিত একটি Theoretical (তত্ত্বগত) শিক্ষায় রূপ নেবে; ইতিমধ্যেই যা হয়েছে।

কারণ বর্তমানে উচ্চশিক্ষার Ranking নির্ভর করে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষকদের বা ছাত্রের (গবেষণারত) মানগত ও সংখ্যাগত গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের ওপর, যাতে করে গবেষণালব্ধ তথ্য ক্লাসে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করে শিক্ষাকে বাস্তব ও প্রায়োগিক করা যায়।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্তর্জাতিকমানের গবেষণা প্রবন্ধ এবং আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কোনো প্রণোদনার নির্দেশ না থাকায় এর উৎকর্ষতা উন্নয়নের সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। একজন শিক্ষক দেশের মধ্যেই গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে যদি পদোন্নতি পান, তবে কেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশ করার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে যাবেন?

(৫) বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যৌথ কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই। জ্ঞান স্থানান্তরের (Knowledge Transfer) সুযোগ এই শিক্ষানীতির ফলে সৃষ্টি হওয়ার ব্যবস্থা নেই।

(৬) দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও মাস্টার্স কোর্সগুলোকে (Credit Points) এবং সেমিস্টার সিস্টেমে রূপান্তর করার কোনো নির্দেশনা নেই, ফলে শিক্ষার একমুখীকরণ হলেও শিক্ষাব্যবস্থার তথা মূল্যায়নের একমুখীকরণ সম্ভব হচ্ছে না।

উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর সফলতা বা বিফলতার প্রভাব দেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থা যথা- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ওপর পড়ে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের দক্ষতা, জ্ঞান,

রয়েছে। পক্ষান্তরে ইংল্যান্ডে এখনো তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি চালু রয়েছে। এছাড়া, যুক্তরাজ্যের স্কুলশিক্ষা যেমন O level, (ordinary level) এবং A level (Advanced level)-এর শিক্ষার মান এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও সমানভাবে গৃহীত হচ্ছে। এবং তাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে রচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক মূল্যায়ন ও শিক্ষা চালু রয়েছে। অর্থাৎ রচনামূলক থেকে শুধু নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি বা তিন থেকে চার বছরে উন্নীতকরণই বড় কথা নয়, এখানে গুণগত ও দক্ষতাগত উন্নয়নই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

যুক্তরাজ্য ও নেদারল্যান্ডসে সমস্যা সমাধানমূলক (Problem Based Lecture- BPL) পদ্ধতি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। University of Stirling (ইউকে) ও University of Groningen (The Netherlands)-এ আমার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল এবং দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েই গবেষণা ও প্রায়োগিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক ও সমস্যাভিত্তিক (Problem Based) শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা একজন ছাত্রের মধ্যে যুক্তিবাদ, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, চিন্তার উন্মেষ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। ফলে একজন মানুষ সত্যিকারভাবে নিজেকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারে, যা সমাজ, দেশ ও উৎপাদনশীলতার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে।

নেদারল্যান্ডসে দুই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত রয়েছে। একটি হলো প্রায়োগিক বিশ্ববিদ্যালয় (Applied University), অন্যটি গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় (Research Based University)। তবে সে দেশে গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান উঁচুতে হলেও প্রায়োগিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার প্রবণতা অনেকটাই বেশি। কারণ,